[redacted]

‘[redacted], [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

মেহেরপুরে ভিটামিন এ ক্যাপসুল ক্যাম্পেইন উপলক্ষে ওরিয়েন্টশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জাতীয় ভিটামিন এ ক্যাপসুল ক্যাম্পেইন উপলক্ষে মেহেরপুরে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। বুধবার দুপু্◌ের সিভিল সার্জনের সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. অলোক কুমার দাস।

শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুলের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশন প্রদর্শন করেন ডাঃ কে.এম ফয়সাল হারুন। সঞ্চলানা করেন জেলা ইপিআই কর্মকর্তা আব্দুস সালাম।

আগামী শনিবার দিনব্যাপী জেলার ৪৭৭ টি কেন্দ্রে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী ৮ হাজার ২১ জন শিশুকে নীল রঙের ও ১২ থেকে ৫৯ বয়সী ৫৯ হাজার ৬৭৫ জন শিশুকে লাল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। সভাপতির বক্তব্যে ডা. অলোক কুমার বলেন, এক সময় ভিটামিন এ এর অভাবে শিশুরা রাতকানা রোগে আক্রান্ত হতো। ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর পর সেটা অনেকটা নিরাময় সম্ভব হয়েছে। তবে কোন অসুস্থ্য ও ৪ মাসের মধ্যে কেউ ভিটামিন এ ক্যাপসুল খেলে তাকে পুনরায় খাওয়ানো যাবেনা।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, সাধারন সম্পাদক মাহাবুুব চাদু, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের উপদেষ্ঠা তুহিন আরণ্য, সভাপতি ফজলুল হক মন্টু সহ জেলার ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/এমএফআর

[redacted]

[redacted]

[redacted]

প্রতি বছরেই লক্ষ লক্ষ মন কাঠ পুড়ে ছাই হচ্ছে ভাটার আগুনে। ইট ভাটা গুলোতে কয়লা ব্যবহার করার নির্দেশনা থাকলেও মানা হচ্ছে না। অবাধে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ।

জেলায় জিকজাক ভাটাগুলোর মধ্যে ২টির পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র থাকলেও নবায়ন হয়েছে একটির। বাকিগুলোর আছে শুধু ট্রেড লাইসেন্স, নেই পরিবেশগত ছাড়পত্র।

ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইনে (১৯৮৯ ও ২০০১) উল্লেখ আছে, আবাদি জমিতে কোন ইটভাটা তৈরি করা যাবে না ফিক্সড চিমনি ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও কাঠ পোড়ানো যাবে না।

এসকল ভাটায় প্রতি মৌসুমে গড়ে ৯০ লাখ মন কাঠ পোড়ানো হয়। এসব জ্বালানী কাঠ আসে সংরক্ষিত বা গৃস্থালীর বাগান থেকে। এইভাবে কাঠ পোড়ানো থামানো না যায় তবে একদিকে যেমন জ্বালানী কাঠের সংকট দেখা দিবে অন্য দিকে কালো ধোয়ায় পরিবেশও নষ্ট হচ্ছে।

আবাসিক এলাকার সাথেই এসকল ইটভাটা স্থাপন করাই পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনি নষ্ট হচ্ছে আবাদী জমি, উজাড় হচ্ছে গাছ পালা, ভারসাম্য হারাচ্ছে প্রকৃতি।

জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় ব্যারেল চিমনি দিয়ে ইটভাটা চালু করতে না পারলেও ফিক্সড চিমনীর ইট ভাটায় অবাধে পুড়ছে কাঠ। সেই সাথে কাঁদামাটিতে পিচ রাস্তাগুলোও চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

ভাটা মালিক সমিতি সূত্রে জানা যায়, এ বছরে হিসেবে ৫০টির মতো ইটভাটা চালু রয়েছে। কোন ভাটারই পরিবেশগত কোন ছাড়পত্র নেই।

বুড়িপোতা ইউপি সদস্য ওয়াসিম আলী বলেন, একটি ইটভাটা তৈরি করতে কমপক্ষে ৭/৮ একর জমির প্রয়োজন হয়। অনেক সময় মাটির প্রয়োজন হলে এলাকার লোকজনের কাছ থেকে আবাদি জমির উপরের এক থেকে দেড়-দুই ফিট মাটি কেটে ইট তৈরির জন্য সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয়। এতে ফসলী জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়।

এছাড়াও ভৈরবের মাটি অনেক অসাধু লোক রাতের অন্ধকারে কেটে নিয়ে ভাটায় ব্যবহার করছে।

তেরোঘরিয়া গ্রামের আব্দুস সামাদ বলেন, আমাদের গ্রামের রাস্তার পাশে পুকুর করে দেওয়ার কথা বলে স্কেবেটর মেশিন দিয়ে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এতে অনেক সময় পাশের জমির অংশও ভেঙ্গে পড়েছে ফলে সেই

জমির মালিক ও পুকুর করে মাটি দিতে বাধ্য হয়।

আবার ট্রাক্টর ট্রলিতে মাটি বহন করে ভাটায় নিয়ে আসার সময় রাস্তায় মাটি পড়ে সাধারণ মানুষ দূর্ভোগের মধ্যে পড়ে। একটু ভারি কুয়াশা বা হাল্কা বৃষ্টিতে পাকা সড়কগুলো মরণ ফাদে পরিনত হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক দেলোয়ার রহমান বলেন, ইটভাটায় নির্গত কালো ধোয়ায় মানুষের শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ক্যান্সারসহ নানা রোগের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অতিরিক্ত কার্বণ-ডাই অক্সাইডের কারণে ফসল ও এলাকার পরিবেশ নষ্ট হয়।

জেলা ভাটা মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এনামূল হক জানান, কোনো কোনো ভাটা মালিকরা কাঠ পোড়ায় কাঠের সহজ প্রাপ্যতায়। এবার কয়লা দিয়েও ইট পোড়ানো হচ্ছে। তাছাড়া কয়লা ব্যবহারের কারিগরের অভাব অন্যতম।

পরিবেশ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া উপপরিচালক মোহাম্মদ আতাউর রহমান জানান, মেহেরপুর জেলায় দুইটা জিকজাক ভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র থাকলেও হালনাগাদ আছে একটির। বর্তমানে ১২০ ফিট চিমনিরও কোন অনুমোদন নেই। তবে কোন ভাটাতেই কাঠপোড়াতে দিবো না,খুব শিঘ্রই অভিযান পরিচালনা করা হবে।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম বলেন, জেলা প্রশাসকের নির্দেশে আমরা এ পর্যন্ত ৪২ টি ব্যারেল চিমনীর ইটভাটা বন্ধ করে দিয়েছি। ইটভাটায় কাঠের ব্যবহারের অভিযোগ আমরা পেয়েছি। এ ব্যপারে জেলা প্রশাসকের নিদের্শে আমরা পদক্ষেপ নিবো।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, আপনারা জানেন ইতোমধ্যে যেগুলো ব্যারেল চিমনির প্রস্তুতি নিয়েছিলো সেগুলো গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেসব ইটভাটায় কাঠ ব্যবহার করছে আমরা তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

মেপ্র/ইএম

ইরাকে দুই মার্কিন ঘাঁটিতে ইরানের হামলা (ভিডিওসহ)

ইরাকে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ‘আইন আল-আসাদ’ এবং ‘ইরবিল’ এর ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)।

আজ বুধবার ভোররাতে এক বিবৃতিতে আইআরজিসি জানিয়েছে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল কাসেম সোলাইমানির ওপর আগ্রাসী মার্কিন সেনাদের সন্ত্রাসী ও অপরাধমূলক হামলার কঠোর জবাব দিতে ইরাকে দুটি মার্কিন ঘাঁটিতে মিসাইল হামলা চালিয়েছে ইরান। পশ্চিম ইরাকের মার্কিন বিমান ঘাঁটি আইন আল-আসাদ এবং উত্তরের ইরবিল ঘাঁটিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে বলে জানায় আইআরজিসি। আইন আল-আসাদের হামলার এক ঘণ্টার ব্যবধানে উত্তরের ইরবিল ঘাঁটিতে হামলা চালায় ইরান। পেন্টাগন এই হামলার কথা নিশ্চিত করেছে। তবে এখন পর্যন্ত হামলার ফলাফল সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি।

আইআরজিসির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জেনারেল সোলাইমানিকে হত্যার কাপুরুষোচিত পদক্ষেপের ‘কঠোর প্রতিশোধ’ নেয়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। আজ (বুধবার) ভোররাতে ইরাকে অবস্থিত মার্কিন বিমানঘাঁটি ‘আইন আল-আসাদ’র ওপর ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য অসংখ্য ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ করে ঘাঁটিটিতে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

অভিযানটির নাম দেয়া হয়েছে ‘শহীদ সোলাইমানি’ এবং এই অভিযানের মাধ্যমে যে ‘মহান বিজয়’ অর্জিত হয়েছে সেজন্য বিবৃতিতে ইরানের মুসলিম জাতিকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন বলেছে, তাদের ঘাঁটিতে এক ডজনেরও বেশি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে।

ইরাকের উত্তরাঞ্চলীয় ইরবিল শহরের মার্কিন ঘাঁটিতেও ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে বলে পেন্টাগন নিশ্চিত করেছে।

এদিকে, ইরাকের আল-মায়াদিন টেলিভিশন চ্যানেল তাদের সংবাদদাতাদের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ইরবিল বিমানবন্দরের কাছে অবস্থিত একটি

মার্কিন ঘাঁটিতেও ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। হামলার পর ওই বিমানবন্দরের ফ্লাইট ওঠানামা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

আইআরজিসি’র বিবৃতিতে ‘বড় শয়তান’, ‘রক্তপিপাসু’ ও ‘দাম্ভিক’ যুক্তরাষ্ট্রকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলা হয়েছে, যদি আবার কোনো ‘শয়তানি’ করা হয় কিংবা কোনো আগ্রাসন বা উসকানি চালানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে ওয়াশিংটনকে এর চেয়ে ‘বেদনাদায়ক’ ও ‘বিপর্যয়কর’ জবাব দেয়া হবে।

একইসঙ্গে বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের যেসব মিত্র দেশ তাদের ঘাঁটিগুলোকে এই সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়েছে তাদের প্রতিও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে দেশের ভূমি থেকেই ইরানের ওপর হামলা চালানো হবে সেই দেশেরে ওপরও আক্রমণ চালানো হবে।

সূত্র : পার্স টুডে, এপি, আইআরআইবি

গাংনীতে ছাত্রলীগের কমিটি নিয়ে বিরোধ নিস্পত্তি হওয়া দরকার

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের নতুন কমিটি নিয়ে নেতা কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের দানা বেধেছে। সেই ক্ষোভ থেকে জেলার শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে কটুক্তি সহ তার কুশপুতুল দাহ করা হয়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের নানা রকম কর্মসূচী থাকতেই পারে।

পদবঞ্চিত হয়ে দলের শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে এ ধরনের কর্মসূচি কতটুকু রাজনৈতিক শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে তা অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত। রাজ পথে এ ধরণের আন্দোলনের পূর্বে শীর্ষ নেতাদের সাথে দফায় দফায় সংলাপ ও সমোঝতার একটি পরিবেশ তৈরি করার প্রয়োজন ছিলো।

অপর দিকে উপজেলার মত একটি ইউনিটের কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে জেলার শীর্ষ নেতাদেরও সাংগঠনিক নেতা কর্মীদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত ছিলো।

মন গড়া বা নিজস্ব অনুগতদের কমিটিতে দায়িত্ব দিয়ে সাংগঠনিক ভাবে ব্যার্থতার পরিচয় দিয়েছেন। যা তেকে কেবল দলীয় বিভেদ, কোন্দল সৃষ্টি হতে পারে। ফলে দলকে সুসংগঠিত করতে হলে অবশ্যই বিষয় গুলো কে গুরুত্ব সহকারে প্রাধান্য দিতে হবে। গাংনীতে ছাত্রলীগের কমিটি নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ নিস্পত্তি করতে হবে।

মেপ্র/ইএম

দখল আর দুষণে ঝিনাইদহের নদ-নদীগুলো এখন মরা খাল

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা ঝিনাইদহ। জেলার ৬ টি উপজেলার বুক চিরে বয়ে গেছে ১২ টি নদ-নদী। কিন্তু খননের অভাব আর দখলদারদের কারণে নদীগুলো পরিণত হয়েছে মরা খালে।

এখন আর যৌবন নেই নদ নদীগুলোতে। পাওয়া যায়না দেশীয় প্রজাতির মাছ। শুষ্ক মৌসুমে পানি থাকেনা। সেখানে চাষ করা হয় ধান, পাট, সরিষাসহ নানা ফসলের।

এই সুযোগে নদীর পাড়ের জায়গা দখল করতে ব্যস্ত দখলদাররা। ঝিনাইদহে নদীর জায়গা দখল করে গড়ে উঠছে ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

জানা যায়, ঝিনাইদহের উপর দিয়ে বয়ে গেছে নবগঙ্গা, চিত্রা, কুমার, বেগবতি, গড়াই, ইছামতি, ডাকুয়া, কপোতাক্ষ, কালীগঙ্গা, কোদলা, বুড়ী ও ফটকী নদ-নদী। যার মোট আয়তন ১ হাজার ৬’শ ৪১ দশমিক ৭৫ হেক্টর।

ঝিনাইদহ শহরের বুকচিরে বয়ে যাওয়া নবগঙ্গা নদী। বিভিন্ন স্থানে নদীর জায়গা দখল করে নির্মাণ করা হচ্ছে ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। ড্রেনের ময়লা আবর্জনা গিয়ে পড়ছে নদীতে।

এসব কারণে একদিকে যেমন কমছে নদীর প্রশস্ততা, সেই সঙ্গে মাছসহ জলজ প্রাণী ও পরিবেশ হুমকির মুখে পড়ছে। তাই দ্রুত সরকারকে ব্যবস্থা

গ্রহন করার দাবি স্থানীয়দের।

ঝিনাইদহ শহরের কাঞ্চন নগর এলাকার ষাটোর্ধ রাশেদ মালিতা বলেন, ছোটকালে দেখেছি নবগঙ্গা নদীতে বড় বড় নৌকা আসত। ধোপাঘাটা ব্রীজ এলাকায় নৌকা নোঙর করে ব্যবসায়ীরা ঝিনাইদহ শহরে আসতো।

কিন্ত সেই নদীতে এখন ডিঙ্গি নৌকাও চলে না। বর্ষা মৌসুমে একটু পানি থাকলেও শীত মৌসুমে পানি থাকে না। হেটেই নদী পার হওয়া যায়।

একই এলাকার পার্থ মল্লিক নামের আরেক বাসিন্দা বলেন, দখল হওয়া জায়গা দখলমুক্ত করে নদী খনন করা হলে নদীগুলো তার নাব্যতা ফিরে পেত। এ জন্য জেলা প্রশাসনসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন তিনি।

ঝিনাইদহ পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও নদী রক্ষা কমিটির নেতা মিজানুর রহমান বলেন, জেলার সবগুলো নদীই এখন দখলদারদের দখলে।

এ দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্য আমরা প্রশাসনকে বার বার তাগাদা দিচ্ছি। তাদের সাথে মিটিং করছি, স্মারকলিপি দিচ্ছি। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে আজ পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসন দখলদারদের উচ্ছেদের ব্যাপারে কোন প্রদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। সারাদেশের ন্যায় ঝিনাইদহে নদীগুলো দখলমুক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ বলেন, নবগঙ্গা নদীর উৎসমুখ চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙ্গা নদী থেকে আসা এ নদীটির মুখ বন্ধ হয়ে আছে বহুবছর ধরে।

এবার চুয়াডাঙ্গা জেলাকে অনুরোধ করা হয়েছে উৎস্যমুখ খনন করার জন্য। সেখানকার জেলা প্রশাসন জানিয়েছেন উৎসমুখ খনন করার জন্য মন্ত্রনালয়ে প্রস্তবনা পাঠিয়েছেন।

সেখানে খনন করা হলে চিত্রা, বেগবতি আর নবগঙ্গা কিছুটা হলেও পানি পাবে। এছাড়াও যেসব স্থানে অবৈধ দখলদার রয়েছে সেখানে দ্রুতই অভিযান চালিয়ে দখলদারদের উচ্ছেদ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের ৭ দিন পর বৃদ্ধার অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের ৭ দিন পর বাড়ির পাশের পুকুর থেকে আনোয়ারা খাতুন ওরফে ভুলি (৮০) নামে এক বৃদ্ধার অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে লাশের দুর্গন্ধ পেয়ে প্রতিবেশিরা লাশ দেখে থানা পুলিশকে সংবাদ দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

উপজেলার পৌর এলাকার হাউসপুর গ্রামের মৃত ভোলাই শেখের স্ত্রী আনোয়ারা খাতুন ওরফে ভুলি (৮০) দীর্ঘদিন মনোয়ারের পাড়ে মেয়ের একটুরা জমিতে একটি ভাঙ্গা টিনের ঘরে একাই বসবাস করে আসছিল।

একটু দুরেই তার ছেলে আজিজুল বসবাস করে। আনোয়ারা নিয়মিত তার ছেলের বাড়িতে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে আসে। গত ১লা জানুয়ারী বুধবার ছেলের বাসা থেকে খেয়ে আসার পর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

খোঁজ না পেয়ে বৃদ্ধার মেয়ে ফুলঝুড়ি ছুটে আসে । পরের দিন বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে বৃদ্ধার নিখোঁজের সংবাদের ওপর ভিত্তি করে এলাকায় মাইকিন করা হয়। এরপর ও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আরো পড়ুন: চুয়াডাঙ্গায় সাংবাদিকদের মানববন্ধন, সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, স্মারকলিপি পেশ

৭ জানুয়ারী দুপুরের দিকে পুকুর পানি ছেঁচা শুরু করলে বৃদ্ধার লাশ দেখা যায়। এ ঘটনা এক শিশুর নজরে পড়লে সে প্রতিবেশিদের ডেকে দেখায়। পুকুর থেকে পঁচাগন্ধ পেয়ে প্রতিবেশিরা গিয়ে দেখতে পায় লাশ পড়ে আছে। প

রবর্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশকে সংবাদ দিলে আলমডাঙ্গা থানার এসআই আশিক ও এসআই নাঈম লাশ উদ্ধার করে।

স্থানীয় আমছার মন্ডল জানান, মৃত বৃদ্ধা আনোয়ারা (ভুলি) ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করত। সন্ধ্যা লাগার আগেই সে চোখে আর তেমন দেখতে পেত না।

গত বুধবার ১লা জানুয়ারি রাতে তাকে পাওয়া না গেলে সকলেই খোঁজ করে । তার মেয়ে এসে ও অনেক খোঁজা-খুঁজি করে। পরের দিন বৃদ্ধার নিখোঁজের সংবাদের মাইকেও করতে দেখেন।

মেপ্র/ইএম

চুয়াডাঙ্গায় সাংবাদিকদের মানববন্ধন, সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, স্মারকলিপি পেশ

খুলনা, টাঙ্গাইল ও চট্রগামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকদের ওপর হামলা নির্যাতনের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন প্রতিবাদ সমাবেশ ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকরা।

মঙ্গলবার সকাল ১০টায় শহরের শহীদ হাসান চত্বরে ঘন্টাব্যপি এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় সাংবাদিকরা সড়কের ওপর বসে ক্যামেরা, লাপটপ ও বুম রেখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সাংবাদিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদ জানান।

কর্মসূচি চলাকালে মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদাহ, যশোর ও খুলনার সাথে চুয়াডাঙ্গার সড়ক পথে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সাংবাদিক নেতারা বলেন, দেশে সাংবাদিক নির্যাতনের বিচার না হওয়ার সংস্কৃতি চালু থাকায় বন্ধ হচ্ছে না সাংবাদিক নির্যাতন ও হত্যার মত ঘটনাগুলো। আর তাই এখন প্রতিবাদ নয়, গড়তে হবে প্রতিরোধ। সাংবাদিকদের এ কর্মসূচিতে জেলার সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দও অংশগ্রহন করে সংহতি প্রকাশ করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের আয়োজনে মঙ্গলবার সকাল ১০টায় শহরের শহীদ হাসান চত্বরে সমাবেত হয় জেলায় কর্মরত গণমাধ্যমকর্মিরা। পরে বেলা ১১টায় মানববন্ধনে অংশ নেয় জেলার চারটি উপজেলার সাংবাদিকরা।

আরো পড়ুন:চুয়াডাঙ্গায় ছয়দিনব্যাপি অরিন্দম সাংস্কৃতিক উৎসব শুরু

জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এ্যাড. মানিক আকবরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন, শাহার আলী, নাসির উদ্দীন আহমেদ, জেড আলম, শরীফ উদ্দীন হাসু, জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আওয়াল হোসেন, জীবননগরের জামাল হোসেন ও হিজলগাড়ি প্রেসক্লাবের শামীম হোসেন মিজি।

এ সময় সাংবাদিকরা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দেশে সাংবাদিক নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা ঘটছে, অথচ এসব ঘটনার কোন কূল কিনারা হচ্ছে না। যার কারণে প্রতি বছর দেশে সাংবাদিক নির্যাতনের মত ঘটনা ঘটছে অহরহ। সম্প্রতি খুলনা, টাঙ্গাইল ও চট্রগ্রামে সাংবাদিকদের ওপর হামলার চিত্র তুলে ধরে সাংবাদিক নেতারা বলেন, কোন সভ্র সমাজে এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায়না। আর তাই এখণ প্রতিবাদ নয় আমরা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত।

সাংবাদিকদের এ মানববন্ধনে সংহতি প্রকাশ করে অংশগ্রহন করেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও সুজনের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, পৌর ডিগ্রিী কলেজের অধ্যক্ষ শাহাজান আলী, সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও নদীরক্ষা আন্দোলনের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সি, উদীচীর সভাপতি হাবীবী জহির রায়হান, কবি সাহিত্যিক হেলাল হোসেন জোয়ার্দ্দার ও এনজিও প্রতিনিধি ইলিয়াস হোসেন।

তারা বলেন, রাষ্ট্রের চতুর্থস্তম্ভ বলা হয় গণমাধ্যমকর্মিদের। অথচ আমাদের দেশে এ পেশা এখন ঝুঁকিপূর্ণ। এতে করে মুক্ত সাংবাদিকতা চরমভাবে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। যা গণতন্ত্রের জন্যও হুমকি। তারা সাংবাদিকদের নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মানববন্ধন শেষে সাংবাদিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। এ সময় তারা সড়কের ওপর বসে ক্যামেরা, লাপটপ ও বুম রেখে সাংবাদিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদ জানান।

কর্মসূচি চলাকালে মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদাহ, যশোর ও খুলনার সাথে চুয়াডাঙ্গার সড়ক পথে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে প্রশাসনের অনুরোধে অবরোধ তুলে নেন সাংবাদিক নেতারা।

প্রায় আধাঘন্টা সড়ক অবরোধ শেষে সাংবাদিকরা বিক্ষোভ মিছিল সহকারে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে হাজির হয়। পরে সাংবাদিকরা চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ৫ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রী বরাবর জমা দেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম ডালিম জানান, ৫ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে

১. দেশব্যাপি সাংবাদিক নির্যাতন, হয়রানি ও মিথ্যা মামলা বন্ধ করতে হবে।

২. রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদকর্মিদের সে হিসাবে মর্যাদা দিতে হবে।

৩. সাংবাদিকদের জন্য কালো আইন ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট (৫৭ ধারা) বাতিল করতে হবে।

৪. মুক্ত সাংবাদিকতা নিশ্চিতকরণে পেশাগত দায়িত্ব পালনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ।

৫. সাগর রুনীসহ সব সাংবাদিক হত্যার মামলা দ্রুত নিশ্চিতকরণ।

তিনি আরও জানান, অতি দ্রুত এই ৫ দফা দাবি নিশ্চিত না হলে আগামীতে আরও বড় ধরণের কর্মসূচি ঘোষনা করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় ছয়দিনব্যাপি অরিন্দম সাংস্কৃতিক উৎসব শুরু

‘বাঙালি সংস্কৃতির শুদ্ধ বারতা, বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতা’ স্লোগান নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় ছয়দিনব্যাপি অরিন্দম সাংস্কৃতিক উৎসব শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে উৎসবের উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে. এম. খালিদ এমপি। এ উপলক্ষে

শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি বজলুর রহমান জোয়ার্দ্দার। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের এপিএ পুল সদস্য কৃষিবিদ হামিদুর রহমান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউশনের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. সোহেলা আক্তার ও জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

আয়োজকরা জানান, ছয়দিনব্যাপি উৎসবে নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গুণীজন সম্মাননা অনুষ্ঠিত হবে।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি